

বুয়েটের সার্বিক পরিস্থিতি : একজন ছাত্রের ভাবনা

এক সময় আমার খুব গর্ব হতো এই ভেবে যে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গর্ব করতাম আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে। আর আজ নিজেকে বুয়েটের ছাত্র বলে পরিচয় দিতে কষ্ট হয়, কেনোনা আজ বুঝতে পারছি ভালো ছেলের ছদ্মনামে আমরা আসলে আত্মসম্মান বোধহীন এবং দুর্বল গোষ্ঠিরই প্রতিনিধিত্ব করছি। যেখানে শিক্ষকরা ছাত্রদের নির্বিকারে “বাস্টার্ড” বলে গালি দেয় আর ছাত্ররাও শান্তির ভয়ে এর প্রতিবাদ করেনা তাদেরকে আমি আত্মসম্মানবোধহীন ছাড়া আর কিইবা বলতে পারি? যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে “আহমেদ” ভাই এর লাশ পড়ে ছিলো অথচ আর অবহেলায় আর আমাদের এক শ্রেণ্যে শিক্ষক রক্ত লেগে যাবার ভয়ে সেই লাশ গাড়িতে তুলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে যান নির্লিপ্তভাবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকে আমি দুর্বল আর হতোভাগা ছাড়া আর কিইবা ভাবতে পারি? যে প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের নেই ন্যূনতম আন্তরিকতা, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মতামতের মূল্য নেই, নেই ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশের ন্যূনতম সুযোগ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এখন আর আমাদের গর্ব হয়না, লজ্জা হয়। আমরা জানতে চাই, বুয়েটে ছাত্রদের অবস্থান কোথায়? “আহমেদ” ভাই-এর লাশ নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছিলো কেনো? সেই চরম মানসিক বিপর্যয়ের মুখে এটা কি ছাত্রদের উল্কে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলোনা? যে ক্যাম্পাসকে আমরা নিজেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে ভাবি সেই ক্যাম্পাসে কেনো আমাদের কোনো নিরাপত্তা থাকবেনা? কেনো আমরা নিজেকে ক্যাম্পাসে কীদানে গ্যাস আর লাঠিচার্জের সম্মুখীন হবো।

কঠোর অধ্যবসায় আর সাধনার বিনিময়ে আমরা বুয়েটে ভর্তি হয়েছি। এ বুয়েটকে আমরা ভালোবাসি প্রাণ দিয়ে। ছাত্ররা বুয়েটে ভাগ্যচূর যে চালিয়েছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের মনে জমে থাকা ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা, এবং ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের চরম উদাসীনতাই এর পিছনে মূল ভূমিকা রেখেছে। এই বুয়েট ছাত্র শিক্ষক, কর্মচারী সর্বপেক্ষ। এই বুয়েটকে রক্ষা করতে হলে সকলের মধ্যে থাকতে হবে সহানুভূতি, আন্তরিকতা এবং আত্মার বন্ধন। বুয়েটের ক্ষমিক্ণ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে অবশ্যই বুয়েটের সকল কর্মকাণ্ডে ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের সম্মিলিত মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মেহেদি হাসান
প্রকৌশল, বুয়েট।